কারামাতে গাউসুল আযম

বাহ্‌জাতুল আসরার থেকে

(১) বিপদে গাউসূল আযমের গায়েবী সাহায্য

জরীফ দামেস্কী, আবদুল্লাহ জুবায়ী, হাফেজ আবু আবদুল্লাহ নাজজার বাগদাদী, আবুল মাআলী (রহঃ) প্রমুখ বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বাহজাতুল আছরার প্রণেতা আবুল হাসান নূরুদ্দীন শাতনূফী (রহঃ) গাউসূল আযম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি গায়েবী সাহায্যের বর্ণনা দিয়েছেন। আবুল হাসান নূরুদ্দীন শাতনূফী (রহঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আবুল মাআলী থেকে, তিনি শুনেছেন আবু আবদুল্লাহ নাজজার বাগদাদী থেকে, তিনি শুনেছেন আবদুল্লাহ জুবায়ী থেকে, তিনি শুনেছেন জরীফ দামেস্কী (রহঃ) থেকে।

ঘটনা

হযরত জরীফ দামেস্কী (রহঃ) বলেন- নিশাপুরে বশর কুরজী নামে এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ছিলেন হযরত গাউসূল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর একনিষ্ঠ ভক্ত ও মুরীদ। তিনি চিনি বোঝাই চৌদ্দটি উটের কাফেলা নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় নিশাপুরের রাস্তায়। বশর কুরজী নিজের একটি বিপদের কাহিনী আমাকে শুনান এবং গাউছুল আযমের নাম স্মরণ করে কিভাবে উক্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন- তা বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

বশর কুরজী কাহিনীটি এভাবে বলতে লাগলেনঃ আমি আমার চৌদ্দটি উটের পিঠে চিনি বোঝাই করে অন্যান্য কাফেলার বহরের সাথে আসতে ছিলাম। পথি-মধ্যে আমরা একটি ভয়সঙ্কুল জঙ্গল পথে অবতরন করলাম। এখানে ভয়ে কাফেলার এক সাথী অন্য সাথীর সাথে কথা বলতে সাহস করতেন না। আমরা সন্ধ্যা রাতে রওয়ানা দেয়ার জন্য নিজ নিজ উটের বহর তৈরী করছিলাম। হঠাৎ দেখি-আমার চারটি উট মালামাল সহ

উধাও হয়ে গেছে। অনেক অনুসন্ধান করেও পেলাম না। বাণিজ্য কাফেলা ইতোমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে। কিন্তু আমি আমার উটের তালাশো পিছনে রয়ে গেলাম। আমি কাফেলা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী রয়ে গেলাম। উট চালক আমার সাহায্যার্থে আমার সাথে রয়ে গেল। আমরা উভয়ে মিলে হারানো উটগুলোর তালাশ করলাম- কিন্তু পেলাম না। এমতাবস্থায় রাত কেটে গেল। ভোর হয়ে আসলো। এমন সময় হঠাৎ করে আমার পীর হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) -এর একটি ঘোষণা আমার মনে পড়ল। তিনি বলেছেন, "তুমি যদি কঠিন বিপদে পড়ে গায়েবী সাহায্যের জন্য আমাকে ডাকো-তাহলে তোমার বিপদ দুর হয়ে যাবে"। তখন আমি এভাবে ডাক দিলাম "হে আমার প্রিয় শেখ হযরত আবদুল কাদের! আমার উট হারিয়ে গেছে, হে আমার প্রিয় শেখ হযরত আবদূল কাদের! আমার উট হারিয়ে গেছে।"

অতঃপর আমি পূর্বাকাশের দিকে নজর করে দেখি- ভোরের আলো উঁকি দিয়েছে। কিছুটা আলোকিত হওয়ার পর দেখি- একজন ধবধবে সাদা কাপড় পরিহিত বুযুর্গব্যক্তি পাহাড়ের টিলার উপর বসে হাতের আস্তিন দিয়ে ইশারা করে আমাকে উপরে উঠার জন্য ডাকছেন। যখন আমি টিলায় আরোহন করলাম-তখন কাউকে দেখতে পেলাম না। নিচে নজর করে দেখি- টিলার নিচে আমার চারটি মাল বোঝাই উট জঙ্গলে বসে আছে। আমি নিচে নেমে উটগুলো নিয়ে রওয়ানা দিয়ে কিছুক্ষনের মধ্যেই কাফেলার সাথে মিলিত হলাম।

উক্ত ঘটনার বর্ণনাকারী আবুল মাআঁলী (রহঃ) বলেন- জরীফ দামেস্কী হতে বর্ণিত উক্ত মূল ঘটনাটি আমি আমার বন্ধু শেখ আবুল হাসান নানবায়ী (রহঃ) -এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি আমাকে হযরত গাউসূল আ'যমের একটি ঘোষণা শুনালেন। তিনি উক্ত ঘোণনাটি শুনেছেন শেখ আবুল কাশেম ওমর বাজজার থেকে।

ওমর বাজজার বলেন- আমি হযরত গাউসুল আ'যম শেখ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে সরাসরি শুনেছি। তিনি ঘোষণা করেছেন-

مَنْ نَادَانِىْ بِاسْمِىْ فِىْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ وَمَنْ اِسْتَغَاثَ بِىْ فِىْ شِدَّةٍ فُرِجَتْ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِىْ فِىْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ (بهجة الاسرار)

অর্থঃ -"যে ব্যক্তি বিপদে পড়ে আমাকে নাম ধরে ডাক দিবে- তার বিপদ দূর হয়ে যাবে (অন্য পাঠে আমি দুর করে দিব), যে ব্যক্তি কষ্টে পড়ে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে- তার কষ্ট দূর হয়ে যাবে (অন্য পাঠে আমি দুর করে দেবো) এবং যে ব্যক্তি কোন মনো-বাসনা পূরনার্থে আমার উছিলা ধরবে, তার বাসনা পূর্ণ হবে (অন্য পাঠে আমি পুরন করবো)"। (মূল অনুবাদে সকর্মক ও অকর্মক- উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে।

সালাতে গাউসিয়া ঃ

হযরত ওমর বাজজার (রহঃ) গাউসে পাকের মূল রাবীগণের মধ্যে অন্যতম রাবী। তিনি আরও বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি দু'রাকআত নফল নামায পড়ে-প্রতি রাকআতে একবার সুরা ফাতেহা ও এগার বার সুরা এখলাস দ্বারা আদায় করে সালাম ফিরিয়ে দুরূদ শরীফ পাঠ করে ইরাকের দিকে এগার কদম অগ্রসর হয়ে আমাকে স্মরণ করে ও আমাকে নাম ধরে ডাকে এবং আপন মকসুদ পুরনের জন্য প্রার্থনা করে- তাহলে আল্লাহর হুকুমে তার মকসুদ পূর্ণ হয়ে যাবে।" (বাহ্জাতুল আছরার)।

প্রার্থনটি নিম্নরূপ

يَا شَيْخُ سَيِّدُ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيْلَانِىْ شَيْئًا لِلّٰهِ

উচ্চারণঃ "ইয়া শেখ সাইয়েদ আবদুল কাদের জিলানী শাইয়ান লিল্লাহ"।

অর্থঃ "হে শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী! আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু গায়েবী সাহায্য করুন"।

(২) একই সময়ে ৭০ মুরিদের বাড়ীতে ইফতার

শেখ আবদুল কাদের শামী (রহঃ) বর্ণনা করেন -

রমযান মাস। গাউসেপাকের মুরিদগণের প্রত্যেকেরই আশা-একবার হুযুরকে ইফতার করাবেন। ৭০ জন মুরিদ হুযুর গাউসেপাককে একই দিনে ইফতারের জন্য তাদের বাড়ীতে দাওয়াত করলেন। হযরত বড়পীর সাহেব সকলের দাওয়াতই কবুল করলেন। এ অবস্থা দেখে প্রত্যেকেরই মনে প্রশ্ন দেখা দিল- ইফতার তো মাত্র একবারই করা যায়। তার পরেরবার তো শুধু খানা হয়- ইফতার নয়। অথচ গাউসে পাক ইফতারের দাওয়াত নিয়েছেল। সকলেই দোদুল্যমনে ইফতার তৈয়ার করলেন।

হযরত বড়পীর সাহেব সেদিন ওলীগণের নবম স্তরের আবদালদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন। অর্থাৎ- একই সময় বিভিন্ন বাড়ীতে তিনি হাযির হলেন এবং ইফতার করলেন। প্রত্যেকেই ধারণা করলেন- একমাত্র তার বাড়ীতেই হুযুর মেহেরবানী করে তাশরীফ এনেছেন এবং ইফতার করেছেন। অন্যের বাড়ী যেতে পারেননি। রাত্রে দাওয়াতকারী মুরিদগণ একত্রিত হয়ে তাদের একজন বললেন- হুযুর আমাকে ধন্য করেছেন। অন্যজন বললেন- অসম্ভব! হুযুর তো আমার বাড়ীতে ইফতার করেছেন। এভাবে ৭০ জনই নিজ বাড়িতে গাউছেপাকের গমন ও ইফতারের দাবী করলেন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- হুযুরের নিজ বাবুর্চি বললেন- না, হুযুর তো নিজ ঘরেই ইফতার করেছেন- আমাদেরকে সাথে নিয়ে। এভাবে তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন- গাউসে পাক তো একজন। এত জায়গায় গেলেন কি করে?

তাঁদের কথা শুনে গাউসেপাক বললেন- তোমরা ঝগড়া বাদ দাও এবং ঐ গাছটির দিকে তাকাও। সকলে গাছটির দিকে নযর করে দেখেন- গাছের প্রত্যেক

পাতায় পাতায় একজন গাউসেপাক বসা। হযরত বড়পীর সাহেব বললেন, "এখানে যেভাবে, তোমাদের ওখানেও সেভাবেই"। (নবীজী ও হাযির নাযির) -লেখক।

(৩) দূর হতে খড়ম নিক্ষেপ করে দুই ডাকাত সর্দারকে খতম

গাউছেপাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুইজন বিশিষ্ট খাদেম- শেখ আবু আমর ও শেখ মুহাম্মদ আবদুল হক ৫৬৯ হিজরীতে তাঁর ইনতিকালের ৮ বৎসর পর নিম্নোক্ত কারামতটি বর্ণনা করেছেন ঃ

"৫৫৫ হিজরীর ৩রা সফর রোববার আমরা আমাদের শেখ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর মাদ্রাসায় হুযুরের কাছেই ছিলাম। হুজুর বসা অবস্থা থেকে উঠে খড়ম পায়ে দিয়ে অযু করতে গেলেন। অযু শেষ করে দু'রাকআত নফল নামায পড়লেন। নামাযের সালাম ফিরিয়ে হুযুর চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং একটি খড়ম হাতে নিয়ে উপরে নিক্ষেপ করলেন। খড়মটি মুহূর্তের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তিনি আবার চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং দ্বিতীয় খড়মটিও আগের মতই উপরে নিক্ষেপ করলেন। খড়মটি আমাদের দৃষ্টি হতে পূবের মতই অদৃশ্য হয়ে গেলো। এরপর গাউছে পাক বসে পড়লেন। এই গোপন রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার মত হিম্মত তখন আমাদের কারুর ছিল না।

উক্ত ঘটনার তেইশ দিন পর পারস্য দেশ থেকে একটি কাফেলা আসলো। কাফেলার একজন বললো- আমাদের কাছে হুযুরের নামে কিছু নযর নেয়াজ আছে। আমরা (খাদেম দুজন) হুযুরের অনুমতি চাইলাম। হুযুর গাউছে পাক (রাঃ) বললেন- তাদের থেকে নযর নেয়ায নিয়ে নাও।

কাফেলার লোকেরা আমাদের কাছে রেশমী কাপড়. কিছু স্বর্ণ ও হুযুরের দুখানা খড়ম মোবারক দিলেন। তেইশদিন পুর্বে হুযুর যে দুখানা খড়ম নিক্ষেপ করেছিলেন- এগুলো ছিল সেই খড়ম।

আমরা দুজনে কাফেলার লোকদের জিজ্ঞেস করলাম - আপনারা এই দুখানা খড়ম কোথায় পেলেন? তারা বললো- আমরা সফর মাসের ৩ তারিখ রোববার সফররত অবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ করে আমাদের সামনে য়াযাবর একটি ডাকাত দল এসে দাঁড়ালো। তাদের দুজন সর্দার ছিল। ডাকাতরা আমাদের সওদাগরি মাল সামানা ছিনতাই করতে লাগলো। তারা আমাদের কাফেলার কিছু লোককে হত্যাও করলো। তারপর তারা জঙ্গলে গিয়ে লুণ্ঠিত মাল ভাগ বাটোয়ারায় মশগুল হয়ে পড়লো। আমাদের কাফেলার লোকেরা ঐ জঙ্গলেরই একদিকে অবতরণ করলো। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম -যদি এই ঘোর বিপদের কালে আমরা শেখ আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মনে মনে স্মরণ করতাম ও তাঁর কাছে রূহানী সাহায্য প্রার্থনা করতাম- তাহলে ভাল হতো। আমরা হুযুরের নামে কিছু মান্নত করলাম এবং বললাম- যদি আমরা প্রাণে বেঁচে যাই, তাহলে তা আদায় করবো। এই বলে আমরা হুযুর গাউছে পাককে স্মরণ করতেই এমন দুটি ভয়ঙ্কর আওয়ায শুনলাম যে, এতে জঙ্গল প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। আমরা দেখতে পেলাম- ডাকাতরা ভয়ে কাঁপছে। আমরা মনে করলাম- অন্য কোন ডাকতদল হয়তো তাদের উপর চড়াও হয়েছে। তাদের মধ্য হতে কয়েকজন ডাকাত আমাদের কাছে এসে কাতর হয়ে বলতে লাগলো- তোমরা আস এবং নিজ মাল নিয়ে যাও। আর দেখে যাও- আমাদের উপর কি সাংঘাতিক বিপদ এসে পড়েছে। তারা আমাদেরকে তাদের সর্দারের কাছে নিয়ে গেলো। আমরা গিয়ে দেখি- তারা উভয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে এবং উভয়ের পাশেই এক একখানা খড়ম পড়ে আছে। ঐ খড়ম দুখানা তখনও ভিজা অবস্থায়ই ছিল। ডাকাতরা আমাদের মাল ফিরত দিয়ে বললো- এটি নিশ্চয়ই কোন আশ্চর্য ঘটনা হবে"।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ

১। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলীগণ কাশ্‌ফের মাধ্যমে (অন্তর্দৃষ্টি) দূর হতে দেখতে পারেন- যেমন দেখেছেন গাউছে পাক।

২। বিপদে পড়ে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে রূহানী সাহায্য চাইলে আল্লাহর ওলীগণ গায়েবীভাবে সাহায্য করতে পারেন- যেমন করেছেন গাউছে পাক। এটি ওলীদের কারামত। কারামত প্রকাশে ওলীদের ইচ্ছা ও এখতিয়ার ইসলামে স্বীকৃত। কিন্তু দেওবন্দী ফতোয়া রশিদিয়াতে বলা হয়েছে শিরিক। (নাউযুবিল্লাহ)

৩। বিপদে পড়ে জীবিত বা ইনতিকালপ্রাপ্ত কোন ওলীর উদ্দেশ্যে মান্নত করা কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে জায়েয এবং আল্লাহ সে মান্নত পূর্ণ করেন। যেমন করেছেন গাউছে পাকের মুরীদের বেলায়।

৪। স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র যেমন হাজার হাজার মাইল দুরে লক্ষ্যস্থলে আঘাত হাসতে পারে- তেমনিভাবে ওলী আল্লাহদের জুতা বা খড়মও অধিক শক্তি নিয়ে আঘাত করতে পারে।

৫। গাউছে পাক আপন মুরিদ ও ভক্তদেরকে বিপদে এভাবে অনেক সাহায্য করেছেন এবং ভবিষ্যতেও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য লাগে– রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী তার ফতোয়ায়ে রশিদিয়ায় এবং আশ্রাফ আলী খানবী তার বেহেস্তী জেওরে এই ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করা ও মান্নত করাকে শির্কও কুফর বলে ফতোয়া দিয়েছে- যার খন্ডন করা হয়েছে আমার ইসলাহে বেহেস্তী জেওর নামক গ্রন্থে। থানবী সাহেব নিজেই দুরের মুরিদকে বিপদে গায়েবী সাহায্য করেছিলেন বলে নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- দেখুন জলজলা গ্রন্থ।

(৪) গাউছে পাক (রাঃ) জনৈক সওদাগর মুরীদকে এক মুহূর্তে ১৪ দিনের রাস্তা দূরে নিয়ে যান

বাহজাতুল আসরার শরীফে (গাউছে পাকের আদি জীবনী গ্রন্থ) সহীহ সনদে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ওলী ও ফকীহর বরাতে গাউসে পাকের একটি আশ্চর্যজনক কারামত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত ফকিহ ও ওলীগণের মধ্যে ফকিহ আবুল ফাত্হ নসরুল্লাহ বাগদাদী (৬৬৯ হিঃ), কাযিউল কোযাত বা তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সালেহ নছর ইবনে আবদুর

রাজ্জাক ইবনে গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ), শাইখ আবুল হাসান বাগদাদী (৬১৩ হিঃ)- প্রমুখ মনিষীগণ অন্যতম। তাঁরা গাউসে পাকের দুই সাহেবজাদা হযরত সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক ও সৈয়দ আবদুল ওহাব, ওমর বাজ্জার, আবদুল্লাহ বাতায়েহী- প্রমুখ ওলী ও ফকিহগণের নিকট থেকে নিম্নোক্ত ঘটনাটি শুনে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ঘটনা

৫৫৩ হিজরী সনে বাগদাদ শরীফে গাউছে পাকের মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত মজলিশে আবুল মাআলী মুহাম্মদ ইবনে আহমদ বাগদাদী নামে জনৈক বড় ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ করে উনির পায়খানার প্রবল বেগ হলো- যার দরুন তিনি নড়াচড়া করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। তাঁর ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো। তিনি কাতর হয়ে ফরিয়াদের ভঙ্গিতে হযরত গাউসে পাকের দিকে তাকালেন। গাউসে পাক (রাঃ) মিম্বারের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসলেন। প্রথম সিঁড়িতে নামার সময় হুযুরকে মানুষের মাথার মত চিকন দেখা গেলো। তারপর যখন তিনি সিড়ি বেয়ে একেবারে নীচে নেমে আসলেন- তখন দেখা গেলো- উনার কুরছিতে উনার মতই একজন বসে আছেন। উনার মতই আওয়ায এবং উনার মতই কথা। গাউছে পাকের এই অবস্থাটি ঐ সওদাগর এবং খোদা যাকে দেখাবার ইচ্ছা করেছেন- উনারা ব্যতিত অন্য কেউই টের পেলনা।

সওদাগর আবুল মাআলী বলেন- হুযুর গাউছে পাক (রাঃ) মানুষের ভীড় ঠেলে আমার কাছে আসলেন এবং উনার পবিত্র আস্তিন- মতান্তরে রুমাল দিয়ে আমার মাথা ঢেকে দিলেন। আমি এক মুহূর্তে বিরাট এক জঙ্গলে পৌঁছে গেলাম- যেখানে একটি নদী ছিল এবং নদীর কিনারায় একটি গাছ ছিল। আমি তাড়াতাড়ি করে আমার ব্যাগে রক্ষিত চাবির তোড়া ঐ গাছের ডালে লটকিয়ে রেখে পায়খানার কাজ সেরে নিলাম। নদীতে নেমে শৌচ কাজ সেরে অযু করে নিলাম। পাড়ে উঠে দুরাকআত শুকরিয়ার নামায আদায় করলাম। যখন

সালাম ফিরালাম, তখন গাউছে পাক (রাঃ) আমার মাথার উপর হতে তাঁর জামার আস্তিন বা রুমালটি তুলে নিলেন। হঠাৎ করে দেখি- আমি বাগদাদের ঐ মজলিসেই স্বস্থানে বসে আছি। আমার হাতমুখ এখনো ভিজা। আমার পায়খানার বেগ দূরীভূত হয়ে গেছে। আমার শেখ নিজ আসনেই উপবিষ্ট আছেন। মনে হলো- যেন তিনি আদতেই আসন থেকে নামেননি। আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু তালাশ করে দেখি- আমার চাবির তোড়া আমার সাথে নেই। বিষয়টি বড়ই রহস্যপূর্ণ মনে হলো।

কিছুদিন পর আমি পারস্য দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কাফেলা নিয়ে রওয়ানা হলাম। বাগদাদ থেকে ১৪ দিনের রাস্তা অতিক্রম করার পর আমাদের বাণিজ্য কাফেলা এক বিরাট জঙ্গলে পৌঁছলো। পাশেই ছিল নদী। আমি ঐ জঙ্গলে গিয়ে পায়খানার কাজ সমাপ্ত করলাম। মনে হলো যেন- সেই জঙ্গল, সেই নদী, সেই গাছ। ঐ দিনের সব ঘটনা আমার স্মরণ হলো। হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। হঠাৎ করে দেখি- আমার হারানো চাবির তোড়াটি ঐ গাছের ডালেই লটকাচ্ছে।

যখন বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে বাগদাদে ফিরে আসলাম, তখন মনে করলাম- হযরত গাউছে পাকের দরবারে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলবো। আমার বলার পূর্বেই তিনি আমার কান ধরে বললেন- "হে আবুল মাআলী! আমার জীবদ্দশায় এই ঘটনা কারো কাছে বলবেনা।" আমি হুজুরের খেদমত করতে লাগলাম। ঐ ঘটনা হুযুরের ইনতিকালের (৫৬১ হিঃ) পূর্বে কারো কাছে বলিনি। উর্দু-বাহজাতুল আসরার পৃঃ ১৪৭, ১৪৮, ও ১৪৯।

শিক্ষনীয়ঃ

উল্লেখিত নির্ভরযোগ্য ঘটনা থেকে প্রমাণিত হলো যে

১। আম্বিয়ায়ে কেরামের মুজিযা এবং আউলিয়া কেরামের কারামত সত্য।

২। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামকে খোদার

সৃষ্টি জগতের উপর তাছাররুফ বা কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আল্লাহ পাক দান করেছেন। যেমন, নবী সোলায়মান আলাইহিস সালাম হাওয়ার উপর সকাল বেলায় ১ মাসের রাস্তা এবং বিকাল বেলায় ১ মাসের রাস্তা ভ্রমণ করতেন। সকালে তখতে সোলায়মানীতে চড়ে বাতাসের উপর দিয়ে জেরুজালেম থেকে ইয়েমেনের সাবা প্রদেশে রাণী বিলকিস আলাইহাস সালামের রাজপ্রাসাদে আসতেন এবং বিকালে আবার ফিরে যেতেন। এটা ছিল বাতাসের উপর কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। তদ্রুপ তাঁর উম্মত হযরত আসিফ বিন বরখিয়া (রাঃ) চোখের পলকের পূর্বেই বিলকিস রাণীর সিংহাসন সাবা প্রদেশ থেকে জেরুজালেমে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটা ছিল ওলীর কারামত বা সৃষ্টি জগতে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। এমন বহু ঘটনা কোরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করেছেন, ডুবন্ত সূর্যকে উদিত করেছেন, উদয়মান সূর্যকে বিলম্বে উদিত করেছেন, হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুই শহীদ ছেলেকে জীবিত করেছেন, রান্না করা ছাগলের হাঁড় দিয়ে ছাগলকে পুনরায় জীবিত করেছেন। তদ্রুপ হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)কেও সৃষ্টি জগতে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তাঁর প্রদর্শিত কারামত সমূহ এবং উপরে বর্ণিত ঘটনাই তার চাক্ষুস প্রমাণ। হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মকতুবাত শরীফে গাউসে পাকের এইরূপ কারামতকে তিনি তাছাররুফ বলেছেন। দেখুন মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী কর্তৃক অনুবাদ)। কোরআন সুন্নাহ সমর্থিত এসব কর্তৃত্ব; নিয়ন্ত্রণ বা কারামতকে অস্বীকার করা কুফরীর শামিল।

অথচ দেওবন্দের মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব তার ফতোয়ায়ে রশিদিয়ায় গাউসে পাকের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বা কারামতকে বলেছেন শির্ক। তিনি কোন দলীল উল্লেখ না করেই বলেছেন- সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। অন্যের কর্তৃত্ব মানা সম্পূর্ণ শির্ক। (দেখুন ফতোয়াযে রশিদিয়া পৃঃ ১৯৯ দরসী কুতুবখানা, দিল্লী-৩)